১২-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা -- সদা-ই খুশীতে থাকো আনন্দে থাকো তাহলেই স্বর্গের বাদশাহীর নেশা কখনও ভুলতে পারবেনা ।

প্রশ্নঃ- বাবা কোন্ ওয়ান্ডারফুল স্যাপলিঙ বা কলম রোপণ করেন ?

উত্তরঃ- পতিত মানুষদের পবিত্র দেবতা রূপে পরিণত করা --- এই ওয়ান্ডারফুল স্যাপলিঙ বাবা-ই রোপণ করেন, যে ধর্মটি প্রায় লুপ্ত হয়েছে সেই ধর্মের স্থাপনা করা, এইটি হল ওয়ান্ডার ।

প্রশ্ন :- বাবার চরিত্রটি কি ?

উত্তর :- চাতুরী করে বাচ্চাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য করা --- এই হল বাবার চরিত্র । বাকি কৃষ্ণের কোনো চরিত্র নেই । তিনি হলেন শিশু।

গান :- রাতের পথিক ক্লান্ত হোয়োনা .... ।

ওমশান্তি! মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এই গান কোনোভাবেই এইখানে রচিত নয়। গান যখন শোনো তখন বুঝতে পারো যে সঠিক রূপে বাবা আমাদের হাত ধরে নিয়ে যান। যেমন বাচ্চারা ছোট হলে বুঝতে পারে হাত না ধরলে পড়ে যেতে পারে। এখন তোমরা জানো যে এ হল ঘোর অন্ধকার । প্রতিটি পদক্ষেপে পদ-স্খলন (হোঁচট খাওয়া) হয়। বুদ্ধিতে রয়েছে যে একমাত্র বাবা-ই আছেন যিনি স্বর্গের , সত্য-খন্ডের স্থাপনা করেন। উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন সত্য বাবা , ওঁনার-ই মহিমা গায়ন করা হয় অন্যদের নিশ্চয়-বুদ্ধি করতে। বাবা-ই হলেন স্বর্গ স্থাপনকারী অথবা হেভেনলী গডফাদার । তিনিই বাচ্চাদের এসে পড়ান। হেভেনলী গডফাদার অর্থাৎ স্বর্গের রচয়িতা । বরাবর স্বর্গ স্থাপনা করেন আর সেই স্বর্গের মালিক হলেন শ্রীকৃষ্ণ । উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা আর ইনি হলেন স্বর্গের রাজকুমার । রচয়িতা তো হলেন একমাত্র বাবা। স্বর্গের রাজকুমার হতে হবে। শুধুমাত্র একজন তো হবেনা । ৮ টি বংশধর গণনা করা হয়। এই নিশ্চয়- টিও রয়েছে বাবার কাছে বর্সা বা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । আমরা সেই বাবার কাছে কল্প-কল্প বর্সা প্রাপ্ত করি। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করি। অর্ধকল্প হল সুখ, অর্ধকল্প হল দুঃখ । অর্ধকল্প হল রামরাজ্য , অর্ধকল্প হল রাবণরাজ্য । এখন আমরা পুনরায় শ্রীমত অনুসারে কর্তব্য করে স্বর্গের মালিক হই। এটি ভুলবার কথাই নয়। অন্তরে খুশীর অনুভব হওয়া উচিত । আত্মা অন্তরে খুশী অনুভব ক'রে । আত্মার অন্তরের সুখ বা দুঃখের অনুভূতি চেহারায় দেখা যায়। দেবতাদের মুখশ্রী কতখানি হর্ষিত-মুখ থাকে। জানে যে তাঁরা ছিলেন স্বর্গের মালিক । বোঝানোর জন্যে বাবা বোর্ড ইত্যাদি তৈরী করছেন। হেভেনলী গডফাদারের মহিমা হল-ই আলাদা এবং হেভেনলী প্রিন্সের মহিমা হল আলাদা । উনি রচয়িতা, ইনি রচনা। তোমাদের বোঝাতে বাবা যুক্তি সহকারে লেখেন যাতে মানুষ বুদ্ধি দ্বারা ভালোভাবে বুঝতে পারে। যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় তিনিই হলেন পতিত-পাবন । তিনি হলেন বেহদের রচয়িতা । নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা-ই করবেন। সত্যযুগ ত্রেতাকে মানুষ স্বর্গ ব'লে । স্বর্গ এবং নরক অর্ধেক অর্ধেক হয়ে যায়। সৃষ্টিও বরাবর অর্ধেক রয়েছে নতুন এবং পুরানো সৃষ্টি রূপে। ঐ জড় বৃক্ষের আয়ু ফিক্স নয় কিন্তু এই বৃক্ষের আয়ু একেবারে ফিক্স

আছে। এই মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষের আয়ু হল সম্পূর্ণ অ্যাকুরেট । এমন আর কোনো কিছুর হয়না । এক সেকেন্ডের তফাত সম্ভব নয়। এ হল ভ্যারাইটি বা বৈচিত্রপূর্ণ বৃক্ষ । অ্যাকুরেট ভাবে রচিত ড্রামা । এই খেলাটি চার ভাগে বিভক্ত । জগন্নাথ পুরীতে চালের হাঁড়ি রাখা হয় রন্ধনে। তাতে চারটি ভাগ হয়ে যায়। এই সৃষ্টিও চার ভাগে বিভক্ত । যাতে এক সেকেন্ডের কম বেশী হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা জানো বাবা ৫ হাজার বছর পূর্বেও বুঝিয়েছেন । হুবহু একইভাবে বোঝাচ্ছেন । নিশ্চয় রয়েছে যে ৫ হাজার বছর পূর্ণ হতেই পুনরায় হেভেনলী গডফাদার স্বর্গের রচয়িতা আমাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করতে যোগ্য করে তুলছেন। বাবা যোগ্য করেন, রাবণ অযোগ্য করে দেয়, ফলে ভারত কড়িতুল্য হয়ে যায়। বাবা এমন যোগ্য করেন যে ভারত হীরেতুল্য হয়ে যায়। পদ মর্যাদা ক্রমানুসারে তো হয়েই থাকে। প্রত্যেকের নিজ কর্ম-বন্ধনের হিসেব-নিকেস তো আছে। কেউ জিজ্ঞাসা ক'রে বাবা আমরা কি উত্তরাধিকারী হব নাকি প্রজা ? বাবা বলেন নিজের কর্ম-বন্ধন দেখো । কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বাবা-ই বুঝিয়ে দেন। বাবা সর্বদা-ই বলেন প্রত্যেকে নিজের জন্য আলাদা উপদেশ জিজ্ঞাসা করো। বাবা বলে দেবেন তোমাদের হিসেব-নিকেস কিরকম, তোমাদের কেমন পদ প্রাপ্তি হবে। সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । একমাত্র বাবা-ই রাজধানী স্থাপন করেন। বাকিরা সবাই নিজ ধর্মের স্থাপনা করেন। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল কিনা । সেটি হল তাঁদের প্রালব্ধ, তাও আবার ক্রমানুসারে । তাঁরা প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছেন কিভাবে ? এখন তোমরা দেখছ তাইনা । বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প কল্পের সঙ্গমে পৃথিবীতে আসি। অনেক এমন কল্পের সঙ্গম পার হয়েছে, পার হতেই থাকবে। তার কোনো শেষ নেই। বুদ্ধিতেও রয়েছে পতিত-পাবন বাবা আসবেন সঙ্গমে, যখন পতিত রাজ্যের বিনাশ করিয়ে পবিত্র রাজ্যের স্থাপনা করতে হবে। এই সঙ্গমেরই মাহাত্ম্য রয়েছে । সত্য ত্রেতার সঙ্গমে কিছুই হয়না। সেইসময় তো শুধুমাত্র রাজত্ব স্থানান্তরণ হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব পরিবর্তিত হয়ে রাম-সীতার রাজত্ব আরম্ভ হয়। এইখানে তো কত হাঙ্গামা হয়। বাবা বলেন এখন এই সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়া শেষ হবে। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন আমি হলাম সকলের গাইড । দুঃখ থেকে উদ্ধার করে সদাকালের জন্যে শান্তিধাম , সুখধামে নিয়ে যাই। তোমরা জানো যে আমরা সুখধামে যাই , বাকিরা সবাই শান্তিধামে যাবে। এইসময়ে মানুষ বলেও যে মনের শান্তি কিভাবে লাভ করব ? এমন কখনও বলবেনা যে সুখ প্রাপ্ত হোক । শান্তি প্রাপ্তির কথাই বলবে। সবাই শান্তি স্থানেই যাবে, পুনরায় নিজের ধর্মে আসবে। ধর্মের বৃদ্ধি তো হবেই । অর্ধকল্প হল সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজধানী । তারপরে অন্য ধর্মের অবতরণ হয়। বর্তমানে আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের কেউ নেই। ধর্মটি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় , যা পুনরায় স্থাপন হয়। স্যাপলিঙ বা কলম রোপণ করা হচ্ছে । বাবা এই স্যাপলিঙ লাগান। তারা বৃক্ষ ইত্যাদির স্যাপলিঙ লাগায়। এই স্যাপলিঙ হল ওয়ান্ডারফুল । এরাও নিজেদের দেবীদেবতা ধর্মের বলবেনা । বাবা বুঝিয়ে বলেন যখন এমন অবস্থা হয় তখন আমি আসি। এখন আমি তোমাদের সব শাস্ত্রের রহস্য বুঝিয়ে বলি। এবারে তোমরা নির্ণয় করো যে কে রাইট ? রাবণ হলই ভুল মতামত প্রদানকারী, তাই আনরাইটিয়াস (যে ভুল করায়) বলা হয়। বাবা হলেন-ই রাইটিয়াস। সত্য বাবা সত্য কথাই বলবেন। সত্যখন্ডের জন্যে সত্য জ্ঞান শোনান। বাকি এই বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী । কত মানুষ তা অধ্যয়ন করে। লক্ষ্য লক্ষ্য গীতা-পাঠশালা বা বেদ-পাঠশালা হয়ত আছে। জন্ম-জন্মান্তর পাঠ করেই চলেছে। শেষে কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য তো থাকবে। পাঠশালা যখন, তখন তো মুখ্য উদ্দেশ্য থাকা উচিত । তারা শরীর নির্বাহের (অর্থ উপার্জন) জন্যে এই পাঠ ক'রে । মুখ্য উদ্দেশ্য কিছু থাকে। যা পঠন-পাঠন হয়, শাস্ত্র গায়ন হয় সবই শুধুমাত্র শরীর নির্বাহের জন্যে । বাকি এমন নয় যে মুক্তি-জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হয় বা ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। হয়না । মানুষ ভক্তি ক'রে ঈশ্বর প্রাপ্তির

জন্যে । ভক্তিমার্গে সাক্ষাৎকারও হয় তাতেই ভাবে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়েছে , খুশীতে ভরপুর হয়ে যায়। ঈশ্বরকে তো জানেনা । ভাবে হনুমান গণেশ সবেতেই ঈশ্বর আছেন। সর্বব্যাপী-র জ্ঞান বুদ্ধিতে রয়েছে যে। বাবা বলেন যে ভক্ত ভক্তি সহকারে যেই রূপে স্মরণ ক'রে তার ভক্তি ভাবের ফল স্বরূপে সেই রূপের আমি সাক্ষাৎকার করাই । তারা ধরে নেয় যে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়েছে আর তাতেই খুশী অনুভব ক'রে । ভক্ত-মালা হল পৃথক এবং জ্ঞান-মালা হল পৃথক । এটা হল রুদ্র- মালা আর ঐটি হল ভক্ত-মালা । যারা অতিরিক্ত জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে , তাদেরই হল এই মালা। আর যারা অতিরিক্ত ভক্তি করেছে তাদের হল ভক্ত-মালা । ভক্তির সংস্কার নিয়েই যায় তাই ভক্তিতে মগ্ন হয়ে যায়। সেই সংস্কার এক জন্ম সঙ্গে যায়। এমন নয় সেই সংস্কার অন্য জন্মেও থাকবে। থাকেনা। তোমাদের এই সংস্কার তো হল অবিনাশী । এই সময়ে যে সংস্কার সঙ্গে যাবে সেই সংস্কার অনুযায়ী রাজা-রানী পদ প্রাপ্ত হবে। তারপর ধীরে ধীরে কলা বা গুণ কম হতে থাকবে। এখন তোমরা রয়েছ মধ্যিখানে - বুদ্ধি সেইখানে আটকে আছে। যদিও আমরা এইখানে বসে আছি, তবু বুদ্ধিযোগ তো ঐখানে রয়েছে । আত্মার এই জ্ঞান আছে যে এখন আমরা যাচ্ছি । বাবাকেই স্মরণ করা হয়। আমাদের আত্মা পরপারের যাত্রায় রয়েছে , এই দেহকে এই তীরেই ত্যাগ করবে। এই তীরে আছে পুরানো শরীর আর ঐ তীরে রয়েছে নতুন সুন্দর শরীর । এ হল হুসেনের রথ। হুসেন, যাঁকে অকালমূর্ত বলা হয়, এই তথ্যটি ওনার- ই। আত্মা হল অকাল। আত্মাকে গোল্ডেন বা সিলভারে (স্বর্ণ বা রৌপ্য গুণ-শ্রেণীতে) আসতে হবে। শ্রেণী পৃথক রয়েছে কিনা। বাবা তো হলেন উঁচু থেকে উঁচুতে । তিনি কোনো শ্রেণীতে বা স্টেজে অবতরণ করেন না । আত্মারা পৃথক স্টেজে অবতরণ ক'রে । স্বর্ণ শ্রেণীর আত্মাদের পরবর্তীকালে রৌপ্য শ্রেণীতে অবতরিত হতে হয়। এখন তোমাদের লৌহ সম গুণ-শ্রেণী (আয়রণ এজ) থেকে স্বর্ণিম বা গোল্ডেন এজে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নিজের পরিচয় নিজেই দিয়ে থাকেন। ওঁনাকে বলাও হয় হেভেনলী গডফাদার (স্বর্গের পরমপিতা) । ওঁনার অলৌকিক দিব্য জন্ম হয়। নিজেই বলেন তাঁর কিভাবে প্রবেশ ঘটে । এই পদ্ধতিকে জন্ম বলা হবেনা । যখন সময় পূর্ণ হয় তখন ভগবানের সংকল্প উদিত হয় -- উপস্থিত হয়ে রচনা করার। ড্রামাতে ওঁনারও পার্ট রয়েছে যে । পরমপিতা পরমাত্মাও ড্রামার অধীনস্থ রয়েছেন । "আমার পার্ট-ই হল ভক্তির ফল প্রদান করা" । পরমপিতা পরমাত্মাকে সুখ প্রদানকারী বলা হয়। সু-কর্তব্য করলে অল্পকালের জন্যে তার ফল প্রাপ্ত হয়। তোমরা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করো। সবাইকে বাবার পরিচয় প্রদান করো।

এখন দেখো রাখী-বন্ধন উৎসবের আগমন হয় তখন তার অর্থ-ও বোঝাতে হবে। রাখী বন্ধন অর্থাৎ পতিতকে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা স্বরূপ বিশেষ বন্ধন । অপবিত্রকে পবিত্র করার রক্ষা-বন্ধন। তোমাদের সর্বপ্রথমে পতিত-পাবন পিতার পরিচয় দিতে হবে। যতক্ষণ তিনি না আসছেন ততক্ষণ মানুষ পবিত্র হতে পারবেনা । বাবা-ই এসে পবিত্র স্বরূপে পরিণত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করান। নিশ্চয়ই কখনও আরম্ভ হয়েছিল তাই এই রীতিনীতি প্রচলনে রয়েছে , এখন প্র্যাক্টিকালে দেখো ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা রাখী বেঁধে পবিত্র হয়ে থাকে। পৈতা , কঙ্কন ইত্যাদি সবই হল পবিত্রতার চিহ্নবিশেষ । পতিত-পাবন বাবা বলেন কাম হল মহাশত্রু । এবারে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে আমরা পবিত্র থাকব। বাকি কোনো কঙ্কন ইত্যাদি ধারণ করতে হবেনা । বাবা বলেন প্রতিজ্ঞা করো , আমায় ৫ বিকার দান করো। এই রাখী-বন্ধন ৫ হাজার বর্ষ পূর্বেও হয়েছিল। পতিত-পাবন বাবা এসেছিলেন , এসে রাখী বেঁধেছিলেন যে পবিত্র হও - কেননা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা হয়েছিল। এখন তো হয়েছে নরক । আমরা পুনরায় এসেছি। এখন শ্রীমত অনুযায়ী প্রতিজ্ঞা করো এবং

বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা পবিত্র হবে। এখন আর পতিত হোয়ো না । তুমিও এই কথাই বলো (বাবার মতো) যে, আমরা ব্রাহ্মণরা এসেছি প্রতিজ্ঞা করাতে। আমরা প্রতিজ্ঞা করি আমরা কখনও পতিতে পরিণত হবনা। কিন্তু এমন কথা লিখেও অনেকে শেষ হয়ে গেছে। পতিত-পাবন বাবা আসেন-ই সঙ্গমে । ব্রহ্মা দ্বারা নির্দেশ দেন বাচ্চাদের যে পবিত্র হও। এখানে সবাই প্রতিজ্ঞা করেছে। তুমিও নির্ণয় করো তবেই বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করবে। তোমরা পবিত্র ব্রাহ্মণ স্বরূপে পরিণত হও তাহলেই দেবতা রূপ লাভ করবে। আমরা ব্রাহ্মণেরা প্রতিজ্ঞা করেছি। অ্যালবাম দেখানো উচিত --- এই রাখী-বন্ধনের প্রথা কবে আরম্ভ হয়েছিল। এখন এই সঙ্গমে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছ যার ফলে ২১ জন্ম পবিত্র থাকো। এখন বাবা বলেন --- আমাকে স্মরণ করো । এমন এমন পয়েন্ট নিয়ে প্রথমেই ভাষণ প্রস্তুত করা উচিত । এই প্রথা কবে আরম্ভ হয়েছে ? ৫ হাজার বর্ষের কথা । কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হল ৫ হাজার বর্ষের কথা। কৃষ্ণের কোনো অলৌকিক কাজকর্ম তো নেই। তিনি হলেন শিশু। অলৌকিক কাজকর্ম তো একমাত্র এক বাবা করেন, যিনি অত্যন্ত চতুরতার সাথে বাচ্চাদের কড়িতুল্য জীবন থেকে হীরেতুল্য জীবন প্রদান করেন। মহিমা রয়েছে একমাত্র বাবার-ই, অন্য কারো জন্ম দিবস পালনে কোনো লাভ নেই। জন্ম দিবস কেবলমাত্র এক পরমপিতা পরমাত্মার পালন করা উচিত , ব্যস্। মানুষ তো কিছুই জানেনা । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং গুডমর্ণিং । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) উত্তরাধিকারী হতে নিজের সব হিসেব-নিকেস, কর্ম-বন্ধন ইত্যাদি মেটাতে হবে। বাবার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে ।

২) সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় দিয়ে পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত করার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করতে হবে। পবিত্রতার রাখী বেঁধে পবিত্র দুনিয়ার মালিকানা অধিকার নিতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানকে লাইট এবং মাইট (প্রকাশ এবং শক্তি) রূপে ঠিক সময়ে কাজে লাগিয়ে তুমি জ্ঞানী আত্মা হও ।

ব্যাখা: জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ এবং নলেজ ইজ লাইট , মাইট বলা হয়। যখন লাইট অর্থাৎ প্রকাশিত যে - এটা ভুল, এটা ঠিক, এটা অন্ধকার, এটা আলো, এটা ব্যর্থ, এটা সমর্থ - সেই লাইট এবং মাইট সম্পন্ন আত্মা কখনোই অন্ধকারে থাকতে পারবে না । যদি অন্ধকার বুঝেও অন্ধকারেই থাকে, তবে তাকে জ্ঞানী বা বিচক্ষণ বলা যাবেনা । জ্ঞানী আত্মা কখনও অশুদ্ধ কর্মের, সংকল্পের বা স্বভাব-সংস্কারের বশীভূত হবেনা ।

শ্লোগান - হিরো পার্ট প্লে করতে হলে জিরো বাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড হয়ে থাকো ।